ষড়ঋতুর মাস

মোঃ আবদুল খালেক

নীল থেকে ঝরে আসা এ কোন খন্ডে,
যেখানে চির প্রবাহিত ষড়ঋতু অন্ধ্রে রন্ধ্রে,
বিধাতার মুগ্ধরুপে সুনির্মল প্রকাশ
প্রকৃতির বারোটি মুর্ত ফলক
ভরে উঠে, ঝাঁকে ঝাঁকে সুরের মুর্ছনা হয়ে,
পাখীর রব হয়ে আছে পয়ারের সুরগুরু ;
ফুরফুরে হাওয়া ছুঁয়ে যায়-
প্রানের উপর মোহরকৃত বারোটি বিমূর্ত অনুভূতি ।
এখানে বিশ্বাসে বিগ্রহ নাই, মতিভ্রম কিংবা দিকভ্রম,
দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই, নাই দেহাবিছিন্ন মনে দংশনের জ্বালা,
ক্রমাবিরাম ছবি হয়ে ডেকে যায়, ছন্দে ছন্দে
বার্ষিক গতির পালা ।

যখন আকাশ ফাটা ঝড়ে,
শাড়ীর আঁচল উড়ে, ঘুড়ির লেজ হয়ে আকাশে,
কাঠাল জাম আর সিধুর রাঙ্গা আম, রসে ভাসে
অবকাশ রাখেনা প্রকাশের
কোন্ অতিথির বান এলো সকল প্রানে ।
মেঘ ভাংগা বৃষ্টির থৈ থৈ মৌসুমে
কদমফুল ডেকে আনে উজানের ইলিশ,
কখনই দিন পঞ্জীকে বলতে হয় না
চির প্রকৃতির নীল সবুজ বসনে-
কে এল শিউলি সুবাস সকালে,
কিংবা নবান্নের গানে, কৃষানীর কুলা হাতে
চিটা উড়ায়ে সোনালী ধানের বন্যা হয়ে।

চেয়ে দেখি সাদা মেঘের বিকেলে
উত্তুরী হাওয়া, নাচে কাশফুলের বন
কে যেন কুয়াশার ঘোমটা পড়ে নিয়ে এলো
জিহবায় লালশাক, সীম আর লাউ সালুনের স্বাদ ।
আবার কখন পাল্টে গেছে আহ্নিকের খেলা,
দক্ষিনা বাতাসে কঁচি পাতার নাঁচনে-
সুর কোকিলের ঘুর ঘুর
কাক শালিকের বাসায়,
কে যেন নিয়ে এলো
উজান উড়িয়ে নতুন পানিতে
মাছদের উচ্ছৃঙ্খল জলক্রীড়া,
আবার, রমনীর পান রাংগা মুখে
লজ্জা হাসে সুখবসন্ত বহ্নিমেলা ।

ঝড়ের কাঁদনে কিংবা জোনাকীর নাঁচনে
এ মাটিতে কখন ফুটে উঠে,
রংধনু রং এ বারোটি মাসের খেলা
অনায়াসে, প্রকৃতির অংকিত ছায়ায় ।
চোখের অন্তরে ফুটে ঘুমের শান্তি
নাই কোন ভ্রমব্যাধির মৃত্যুকান্না,
অনাদি অকৃত্রিম হাসে সাচ্ছন্দে
প্রানে বিশ্বাস ফিরায়ে জীবনের তাঁজা হাওয়া ।

গলদকরন ঘোর পাকানো বিদেশী মাসের তাগিদে-
এ জমিন পীড়িত, অচেনা সময়চিহ্ন জালে বন্দি,
এ সকল দংশন থেকে বাংলা বাতাসের মুক্তি চাই
ষড়ঋতুর মাস ফিরিয়ে, হৃদয় অলিন্দে সুস্থতা চাই ।

আইভরী কোষ্ট
৩০. ৩. ২০০৬
khaleque1633@yahoo.com